শিল্পবার্তা

বর্ষ: ৮ | সংখ্যা: ১৪ | পৌষ: ১৪২৫ | জানুয়ারি: ২০১৯

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে

সাভার চামড়া শিল্পনগরী ও দুইটি শিল্পপার্ক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৬ নভেম্বর সাভার চামড়া শিল্পনগরী উদ্বোধন করেছেন। এসময় তিনি দূষণরোধে শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য ট্যানারি মালিকদের প্রতি আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ট্যানারি শিল্পনগরী উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, 'শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময়ই দূষণের বিষয়টি মনে রাখতে হবে।' এছাড়া প্রধানমন্ত্রী এসময় মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় 'অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' এবং 'সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্প পার্ক' উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। আরও উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, খাদ্যমন্ত্রী এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম প্রমুখ। ভিডিও কনফারেন্স পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব মোঃ নজিবুর রহমান। উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিরাজগঞ্জে অবস্থানরত তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোঃ নাসিম এবং মুন্সিগঞ্জ ও সাভারের স্থানীয় সংসদ সদস্য, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগি, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। এপিআই শিল্পপার্ক উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী দেশে ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের ওপরও জোর দেন। তিনি বলেন, 'ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে আমাদেরকে মনোযোগী হতে হবে। আমরা ওষুধ রপ্তানি করি, কিন্তু ওষুধের বেশির ভাগ কাঁচামালের জন্য আমাদের বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। শিল্পপার্কে ওষুধ শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করতে হবে'। শেখ হাসিনা বলেন, দেশ স্বাধীন হবার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭ সালে শিল্পমন্ত্রী হিসেবে এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে শিল্পায়নের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা না ঘটলে অনেক আগেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হতে পারতো। তিনি বলেন, তাঁর সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর পথই অনুসরণ করছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সে সময়ের সরকারের নেয়া উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল জনগণ এখন পাচ্ছে। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পসমূহ উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তিনটি নির্দেশনা :

দেশের উত্তরাঞ্চলে একটি চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন	সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্প নগরীতে কর্মরত শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	চামড়া শিল্প খাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানীর কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে চামড়া শিল্পনগরী ও দুইটি শিল্পপার্ক উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি) ও সৌদি আরবের ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ও সৌদী আরবের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬/১১/২০১৮ তারিখ সৌদি বাদশাহ'র আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে মঙ্গলবার রিয়াদ গমন করেন। রাজকীয় প্রাসাদ আরগায় তিনি সৌদি যুবরাজ, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে বাংলাদেশ ও সৌদি আরব শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। রিয়াদে বাদশাহ সৌদ প্রাসাদে সমঝোতা স্মারকগুলো স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাউন্সিল অব সৌদ চেম্বার ও রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পর স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। সমঝোতা স্মারকগুলো হলো: বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ও সৌদি আরবের ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের মধ্যে সহযোগিতার নীতিমালা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ও সৌদি আরবের হানওয়াহ্ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে নির্মাণ সমঝোতা স্মারক, বাংলাদেশ সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প উন্নয়ন বিষয়ে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয় ও সৌদি আরবের আলফানার কোম্পানীর মধ্যে সমঝোতা স্মারক এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও সৌদি আরবের আল বাওয়ানী কো. লি.-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান বাংলাদেশের পক্ষে এ সকল সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এছাড়া তিনি বাদশাহ সৌদ রাজপ্রাসাদে সৌদি আরবের ব্যবসায়ীদের সংগঠন সৌদি চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি পারস্পারিক স্বার্থেই আপনাদের বাংলাদেশে ব্যবসা, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা যাতে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রায় একে অপরের হাতে হাত রেখে চলতে পারি। তিনি দেশের পারস্পারিক স্বার্থে সৌদি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এই ব্যাপারে তার সরকার সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত।

সিএসসির চেয়ারম্যান সামি এ আলাবাদি, সিএসসির মহাসচিব সৌদ এ আলমাসারি এবং বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ এইচ এম আল-মতাইরি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সালমান এফ রাহমান, বিডার চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল হক পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক, সৌদি আরবে বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব গোলাম মসি প্রমুখ।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার এক অনুকরণীয় মডেল
শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিজয় মেলা উদ্বোধনকালে আমু

আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার এক অনুকরণীয় মডেল বলে মন্তব্য করেছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর এসডিজি অর্জনের পথে দ্রুত সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলেছে। এ অর্জনের পেছনে সমৃদ্ধ শিল্পখাত ইতিবাচক অবদান রাখছে। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের শিল্প, সেবা ও কৃষিসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইতোমধ্যে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৩.৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ১৭.৭৭ শতাংশ। শিল্পমন্ত্রী গত ১১ ডিসেম্বর রাজধানীর বিসিক মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় বাঙালিরা এখন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক হয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনের আগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি শিল্পপতি বলতে তেমন কেউ ছিল না। তখন এ ভূ-খন্ডে যেসব কল-কারখানা ছিল, তার প্রায় সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের মালিকানায়। এমনকি শিল্প কারখানার ব্যবস্থাপনায়ও বাঙালিদের কোনো অবস্থান ছিলনা। ১৯৫৭ সালে বঙ্গবন্ধু ইপ্‌সিক তথা বর্তমান বিসিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির পথ সুগম করেছেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর একটি নির্দেশনায় গোটা নিরস্ত্র বাঙালি জাতি সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহস ও নেতৃত্বের দৃঢ়তার ফলে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যখন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন, তখনই বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তান বানানোর অসৎ উদ্দেশে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। আমির হোসেন আমু বলেন, আর্থ সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। তিনি বিগত দশ বছরের তুলনামূলক সাফল্য উল্লেখ করে বলেন, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার। এটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। একই সময় দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমে ২১.৮ শতাংশ, প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৮৬ শতাংশ, রপ্তানির পরিমাণ ১০.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৩৬.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৩৩.৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, জিডিপির আয়তন ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ২০ লাখ কোটি টাকা, বৈদেশিক বিনিয়োগ ০.৭৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি বাজেটের আকার ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা বেড়ে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা, এডিপির আকার ১৯ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা, সামাজিক নিরাপত্তাখাতে বরাদ্দ ৩৭৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬৪ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা, দানাদার শস্য উৎপাদন ১ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৪.২ কোটি মেট্রিক টন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ২০ হাজার মেগাওয়াট এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ৭.১৬ শতাংশ থেকে কমে ৫.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এ বিজয় মেলা ১৩ ডিসেম্বর শেষ হয়। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ পণ্য, প্রযুক্তি ও সেবা প্রদর্শন করে।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিজয় মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ১৬ শিল্প প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড ২০১৭ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের জনাব আমির হোসেন আমু

শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৬টি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৭' দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গত ১১ ডিসেম্বর প্রধান অতিথি হিসেবে রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। শিল্পখাতে বিশেষ অবদানের জন্য পঞ্চমবারের মতো এ পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১৭ সালের জন্য ৬টি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ, বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেড। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে অকো-টেক্স লিমিটেড, বি আর বি পলিমার লিমিটেড, ন্যাসেনিয়া লিমিটেড। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রিমিয়াম সুইটস বাই সেন্ট্রাল, মেটাটিউড এশিয়া লি., আলীম ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে খান বেকেলাইট প্রোডাক্টস, ট্রিম ট্যাক্স বাংলাদেশ। কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে অধরা পার্লার এন্ড স্পা ট্রেনিং সেন্টার, প্রীতি বিউটি পার্লার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি., করিম জুট মিলস্ লিমিটেড ও ন্যাশনাল টিউবস্ লিমিটেড। পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানি ব্যবহার করে শিল্প কারখানায় সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, শিল্পায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করছে। সরকারের শিল্পবান্ধব নীতি ও উদ্যোগের ফলে দেশে শিল্পায়নের ধারা জোরদার হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় আয়ের শিল্পখাতের অবদান ৩৩.৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে ২০২১ সালের মধ্যে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করা হবে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাংক, বীমা, শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারীদের হাতে ছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় আজ বাংলাদেশে বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। তিনি শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের ওপর গুরুত্ব দেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ খুব শিগগির আমদানি নির্ভরতা কাটিয়ে রপ্তানিমুখী অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপায়নে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প উদ্যোক্তারা সরকারের এ স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এ উদ্যোগ আগামী দিনে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ইতিবাচক অবদান রাখার অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে তারা মন্তব্য করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে এনপিও'র পরিচালক এস.এম. আশরাফুজ্জামান, পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, অকো-টেক্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুস সোবহান, প্রিমিয়াম সুইটস্ বাই সেন্ট্রালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এইচ. এম. ইকবাল, আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান আলীমুস সাদাত চৌধুরী, ট্রিম ট্যাক্স বাংলাদেশের স্বত্ত্বাধিকারী সাহিদা পারভীন এবং করিম জুট মিলস্ লিমিটেডের প্রকল্প প্রধান আবু সায়েদ মোঃ মামুন-উর-রহমান বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে অপরিশোধিত চিনি পরিশোধনে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে ভারত

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন এবং 'র' সুগার থেকে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারত। এ লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই ভারতের পক্ষ থেকে একটি সমন্বিত প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে সহায়তার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে। ভারতের খাদ্য সচিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর হাইকমিশনারসহ এক প্রতিনিধিদল গত ০১ নভেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয়ে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ আগ্রহের কথা জানান। বৈঠকে ভারতের খাদ্যসচিব রবিকান্ত, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এ.কে.এম দেলোয়ার হোসেনসহ ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দু'দেশের শিল্পখাতে সহায়তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশের চিনি শিল্পের আধুনিকায়ন, 'র' সুগার থেকে রিফাইন্ড সুগার উৎপাদন, আখচাষিদের প্রশিক্ষণ, উচ্চ রিকভারি সম্পন্ন আখজাত হস্তান্তর এবং চিনি শিল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর আলোচনা হয়। বৈঠকে ভারতের খাদ্যসচিব রবিকান্ত বলেন, উচ্চ প্রযুক্তির আখচাষের মাধ্যমে ভারত উদ্বৃত্ত পরিমাণে চিনি উৎপাদন করছে। চিনির অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে তারা প্রতিবেশি দেশগুলোসহ আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করতে আগ্রহী। বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনে ঘাটতি থাকায় তারা এদেশে অপরিশোধিত চিনি রপ্তানির জন্য শিল্পমন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেন। এক্ষেত্রে তারা প্রযুক্তিগত সহায়তার পাশাপাশি প্রয়োজনে ভারতীয় 'লাইন অব ক্রেডিট' চুক্তির আওতায় বাংলাদেশকে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেন। শিল্পমন্ত্রী ভারতকে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকার ও জনগণের ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। তিনি স্বাধীনতাপরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির কুটনৈতিক সহায়তার কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, ভারতের জাতীয় মান নির্ধারণী সংস্থা এনএবিএল ইতোমধ্যে ২১টি পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই এর পরীক্ষণ সনদ গ্রহণ করেছে। আরও ১২টি পণ্যের পরীক্ষণ সনদ গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি দ্রুত এসব পণ্যের পরীক্ষণ সনদ গ্রহণ করতে ভারতীয় খাদ্য সচিব এবং হাইকমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের আধুনিকায়ন, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং 'র' সুগার পরিশোধনের সুযোগ তৈরি করতে ভারতের সহায়তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। এ বিষয়ে একটি সমন্বিত প্রস্তাব পাওয়ার পর তা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে বলে তিনি প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন।

ভারতের প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক করছেন আমির হোসেন আমু

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর

ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

দেশের নতুন সার কারখানা ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট (জিপিইউএফপি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৮ জাপান ও চায়নার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোয়াসু ইজুমির উপস্থিতিতে চুক্তিতে বিসিআইসি'র পক্ষে সংস্থার চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ আমিনুল হক এবং জাপানের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মিত্সুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হাজিমী নাগানো (Hajime Nagano) ও চায়না ন্যাশনাল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নং-৭ কন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়ান দ লিন (Wang Da Lin) স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, নরসিংদী জেলার পলাশে 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট (জিপিইউএফপি)' বাস্তবায়ন করা হবে। বিদ্যমান ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (ইউএফএফএল) এবং পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (পিইউএফএফএল) এর স্থলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এ কারখানা গড়ে তোলা হবে। এটি নির্মাণে জাপানের উন্নত ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এটি হবে একটি জ্বালানি সাশ্রয়ী, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং পরিবেশবান্ধব সার কারখানা। এতে প্রতিদিন ২৮০০ মেট্রিক টন গ্রানুলার ইউরিয়া উৎপাদিত হবে। বছরে এ কারখানায় ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হবে, যা বিদ্যমান সার কারখানা দু'টির মোট উৎপাদনের প্রায় তিনগুণ। দেশের সর্ব বৃহৎ এ কারখানা নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ হাজার ৪৬০ কোটি ৯১ লাখ টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ১ হাজার ৮৪৪ কোটি ১৯ লাখ টাকা অর্থায়ন করবে। বাকি ৮ হাজার ৬১৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা কমার্শিয়াল লোনের মাধ্যমে সংস্থান করা হবে। বিডার ফাইন্যান্সিং প্রক্রিয়ায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। জাপানের ঐতিহ্যবাহী মিত্সুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এমএইচআই) এবং গণচীনের চায়না ন্যাশনাল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নং-৭ কন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সিসি-৭) কনসোর্টিয়াম এ কারখানা নির্মাণ করবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্তমান সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিশ্বখ্যাত উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে। এর ফলে বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের নতুন ধারা জোরদার হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, জাপান বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু ও উন্নয়ন অংশীদার। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে আরও বড় বড় প্রকল্পে জাপানের বিনিয়োগ আসবে। তিনি গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুততার সাথে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৪৭ সালের আগে এ অঞ্চলে কোনো সার কারখানা ছিলনা উল্লেখ করে আমির হোসেন আমু বলেন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রথম সার কারখানা স্থাপনের দাবি ওঠেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে ন্যাচারাল গ্যাস সার কারখানা স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শাহ্জালাল সার কারখানা স্থাপন করেছেন। ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা বাংলাদেশের জন্য একটি জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব সার কারখানার মডেল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব মোঃ নজিবুর রহমান, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বাংলদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী আমিনুল ইসলাম, সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খান, ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোয়াসু ইজুমি, বিসিআইসি'র তৎকালীন চেয়ারম্যান শহ্ মোঃ আমিনুল হক, মিত্সুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হাজিমী নাগানো, চায়না ন্যাশনাল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নং-৭ কন্সট্রাকশন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়ান দ লিন বক্তব্য রাখেন।

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষায় সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষায় সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, নিজস্ব শিল্পের বিকাশ এবং আমদানিবিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য সরকার বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শুল্ক সুবিধাসহ উদ্যোক্তাদের যে কোনো সহায়তা দিতে প্রস্তুত। তিনি রপ্তানির পরিবর্তে দেশেই জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব আমদানিবিকল্প শিল্প গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন। গত ২৫ অক্টোবর সেমস্-গ্লোবাল-ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিক (CEMS-Global-USA & Asia Pacific) আয়োজিত "২য় ওয়াটার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৮", "২১তম পাওয়ার বাংলাদেশ এক্সপো ২০১৮" এবং "২৩তম কন-এক্সপো বাংলাদেশ ২০১৮" শীর্ষক ত্রিমাত্রিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমির হোসেন আমু এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার ড. আদর্শ সুয়েকা এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। আমু বলেন, দেশব্যাপী শিল্প সহায়ক অবকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার গত দশ বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইলেক্ট্রনিক পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করতে বিএসটিআই 'এনার্জি এফিসিয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ডস্ অ্যান্ড লেবেলিং (Energy Efficiency Standard and Labeling)' মান প্রণয়ন এবং 'এনার্জি স্টার লেবেল (Energy Star Label)' সনদ দিচ্ছে। এর ফলে ভোক্তা সাধারণ, ইলেক্ট্রনিক পণ্যের উৎপাদক, আমদানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্য ও নিরাপদ নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের সচেতনতা বাড়ছে। পাশাপাশি ভোক্তা পর্যায়ে বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করতে নিম্নমানের বোতল ও জারের পানি বাজারজাতের বিরুদ্ধে বিএসটিআই এর বিশেষ অভিযান জোরদার করা হয়েছে, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বর্তমান সরকার গৃহীত শিল্পবান্ধব নীতির প্রশংসা করেন। তারা বলেন, সরকারের শিল্পনীতির ফলে দেশে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শিল্পায়নের ধারা বেগবান হয়েছে। এখন দেশেই উন্নতমানের আমদানিবিকল্প জিপসাম বোর্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল, ফায়ার ডোরসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ও নির্মাণ পণ্য তৈরি হচ্ছে। তারা দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও সুরক্ষায় এসব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুল্ক সহায়তার পাশাপাশি তৈরি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনীর আয়োজন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের পথে বাংলাদেশকে দ্রুত এগিয়ে নেবে বলে তারা মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, তিন দিনব্যাপী এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর পাশাপাশি এক ছাদের নিচে "১৬তম সোলার বাংলাদেশ এক্সপো ২০১৮", "১৯তম রিয়েল এস্টেট এক্সপো বাংলাদেশ ২০১৮", "৩য় ইন্টারন্যাশনাল সেফটি এন্ড সিকিউরিটি এক্সপো বাংলাদেশ ২০১৮" এবং "ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল লাইটিং এক্সপো ২০১৮" শীর্ষক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এতে ১৯টি দেশের প্রায় ২শ' ২০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এসব প্রতিষ্ঠানের ৪শ' ৮০টি স্টলে বিশুদ্ধ পানি, সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ, নিরাপদ নির্মাণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বৈদ্যুতিক পণ্য ও সরঞ্জাম, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি প্রদর্শন করে। এ প্রদর্শনী বাংলাদেশের পানি, বিদ্যুৎ ও নির্মাণখাতের গুণগত মানোন্নয়ন ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তুলতে ইউনিডোর সহায়তার প্রস্তাব

বাংলাদেশে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তুলতে কারিগরি সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো)। এ ব্যবস্থাপনার আওতায় শিল্প-বর্জ্য, হাসপাতাল-বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য, ই-বর্জ্যসহ সব ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর ফলে বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদার হবে। বাংলাদেশ সফররত জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) এক প্রতিনিধিদল গত ১৮ অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয়ে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ প্রস্তাব দেন। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন রুটিন দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব বেগম পরাগ, অতিরিক্ত সচিব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, প্রতিনিধিদলের প্রধান ও ইউনিডোর শক্তি বিভাগের উর্ধ্বতন সমন্বয়ক ড. কার্লোস চন্দুভি-সুয়ারেজ, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রোগ্রাম অফিসার প্রকাশ মিশ্র, বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রামের প্রধান উপদেষ্টা কাশফিয়া মনসুর, ইউনিডোর বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রধান জাকি-উজ্-জামানসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রিসাইক্লিং ও নবায়ণযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে ইউনিডোর সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলেন, বাংলাদেশে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালুর লক্ষ্যে সর্বপ্রথমে সহায়তার উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ইউনিডো বাংলাদেশের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী। তারা বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব তুলে ধরবেন বলে জানান। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশে সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদারে ইউনিডোর কারিগরি সহায়তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ ইউনিডোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং ইউনিডো এ দেশে ইতোমধ্যে ৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তিনি সাভার চামড়া শিল্পনগরীর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইউনিডোর সহায়তা কামনা করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্প গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে রাজধানীর হাজারিবাগ থেকে ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তর করেছে। এ শিল্পনগরী গড়ে তোলায় পরিবেশবান্ধব সবুজ চামড়াজাত পণ্য তৈরির সুযোগ জোরদার হয়েছে। তিনি এ শিল্পনগরীতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বাংলাদেশে সব ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইউনিডো থেকে একটি কার্যকর প্রস্তাব প্রত্যাশা করেন। এ ধরনের ইতিবাচক প্রস্তাব পেলে তা বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সমর্থন থাকবে বলে তিনি প্রতিনিধিদলকে জানান।

মিয়ানমারের মাদক ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশ
বিশ্ব মান দিবসের আলোচনা সভায় আমু

গত ১৫ অক্টোবর, ২০১৮ তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছেন, মিয়ানমারের মাদক ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশ। এক সময় ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেন্সিডিল আসলেও বিজিবি এবং বিএসএফ'এর মধ্যে আলোচনার ফলে ভারত সরকার সীমান্ত এলাকায় ফেন্সিডিল কারখানাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে বিজিবি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কয়েকবার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিয়ানমার ইয়াবা পাচার বন্ধের কথা দিলেও সে কথা রাখেনি। উল্টো রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে সমুদ্রসীমা জয়ের ফলে তেল, গ্যাসসহ খনিজ সম্পদের মালিকানা হাতছাড়া হওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে মিয়ানমার বাংলাদেশে ইয়াবা ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে বিপদগামী করতেই মিয়ানমার এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী ৪৯তম বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) আয়োজিত 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মান (International Standards and the Fourth Industrial Revolution) শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত বিএসটিআই মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিএসটিআই'র সাবেক মহাপরিচালক সরদার আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ এবং বিএসটিআই'র পরিচালক (মান) মোঃ সাজ্জাদুল বারী বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, গুণগতমানের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের অবস্থান শক্তিশালী করতে হবে। এ লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় মান প্রণয়ন জরুরি। তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বব্যাপী মান ব্যবস্থাপনায় যেসব পরিবর্তন এসেছে, সেগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে মান প্রণয়ন, নির্ধারণ ও সংরক্ষণে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিএসটিআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশনা দেন। আমির হোসেন আমু বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে বর্তমান সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তর হবে। দেশীয় শিল্প কারখানায় দক্ষতার সাথে এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য এখন থেকেই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে আধুনিক প্রযুক্তিবান্ধব হালকা প্রকৌশল, প্লাস্টিক, কেমিক্যাল ও মুদ্রণ শিল্পখাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে খাতভিত্তিক পৃথক শিল্পনগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে মানসম্মত পণ্য ও সেবা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার জেলা পর্যায়ে বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিএসটিআই'র কয়েকটি গবেষণাগারের সনদ প্রদান পদ্ধতি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থার অ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করেছে। এর ফলে বিদেশে বিএসটিআই'র মানসনদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ১৪৪টি দেশে বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে। সম্প্রতি ভারত ২১টি পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই ইস্যুকৃত সনদ গ্রহণ করছে। ফলে এসব পণ্য বিনা পরীক্ষায় ভারতের বাজারে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে। আরও ৬টি পণ্যের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়।

বিশ্ব মান দিবস ২০১৮ উপলক্ষে বিএসটিআই আয়োজিত 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মান' শীর্ষক আলোচনা সভায় তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসে আমু

পৃথক মোটর সাইকেল শিল্পপার্ক স্থাপনের দাবি

আমুর সাথে বিএমএমএ'র নেতাদের বৈঠক

তৎকালীন শিল্পমন্ত্রীর সাথে বিএমএমএ নেতাদের বৈঠক

দেশের উদীয়মান মোটরসাইকেল শিল্পের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে একটি মোটর সাইকেল শিল্পপার্ক স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন এ শিল্পখাতের উদ্যোক্তারা। তারা বলেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পাঁচটিরও বেশি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করেছে। ফলে দেশে মোটরসাইকেলের মূল্য প্রায় ৫০ শতাংশ কমে এসেছে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে কমপক্ষে আরও চারটি প্রতিষ্ঠান মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করবে বলে তারা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বলারস্ এন্ড ম্যানুফ্যাকচারাস্ এসোসিয়েশনের (বিএমএমএ) নেতারা গত ১০ অক্টোবর শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ দাবি জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ ও এ.এস.এম ইমদাদুদ দস্তগীর, বিএমএমএ'র সভাপতি ও উত্তরা মটর লিমিটেডের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউশিরো ইশি ও অর্থবিভাগের প্রধান আশিকুর রহমান, টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার রায়, রাসেল ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক শামসুল বাসার, আফতাব অটো মোবাইলস্ লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক শাহাদাত হোসেন মিয়া, স্পিডোস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহদাদুর রহমান এবং এসিআই মটরস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামসহ এসোসিয়েশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিএমএএমএ'র নেতারা মোটসাইকেল শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০১৮' প্রণয়নের জন্য শিল্পমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তারা বলেন, এ নীতি প্রণয়নের ফলে দেশে উদীয়মান শিল্পখাত হিসেবে মোটরসাইকেল শিল্প আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে এখাতে কয়েক হাজার দক্ষ জনবল সৃষ্টির পাশাপাশি দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ শিল্পখাত বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হবে। তারা এ শিল্পখাতের সুষম বিকাশে মোটরসাইকেল নিবন্ধন খরচ যৌক্তিক পরিমাণে নির্ধারণসহ নীতিমালার কয়েকটি দিক সংশোধনের জন্য শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশে মোটরসাইকেল শিল্প বিকাশের ফলে জনগণের যাতায়াতে সুবিধার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের জন্য এ শিল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত করেছে। তিনি মোটরসাইকেল সংযোজনের পরিবর্তে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন। আমির হোসেন আমু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জনগণের জন্য সব ধরনের সেবা সহজলভ্য করতে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে মোটরসাইকেল শিল্পখাতের গুরুত্ব অনুধাবণ করে সরকার 'জাতীয় মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে নতুন এ শিল্প বিকাশের পথে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যার সামাধানে সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভব সব ধরনের নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি শিল্প উদ্যোক্তাদের আশ্বস্ত করেন।

ইউনিডো'র মহাপরিচালকের সাথে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রীর বৈঠক

০৪ অক্টোবর ২০১৮ বিকেলে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রীর সাথে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) মহাপরিচালক লি-ইয়ং এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসকাপ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে তারা বাংলাদেশের শিল্পখাতে ইউনিডোর সহায়তা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাংলাদেশে টেকসই শিল্প উন্নয়নে গত দু' দশক ধরে ইউনিডোর অব্যাহত সহায়তার জন্য মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান। তিনি বিশেষ করে বিএসটিআইতে আন্তর্জাতিকমানের ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি (এনএমএল) স্থাপনের জন্য ইউনিডোর প্রশংসা করেন। তিনি সাভার চামড়া শিল্পনগরীর কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সিইটিপির আধুনিকায়ন, চামড়া শিল্পের উন্নয়ন এবং সবুজ শিল্পনীতি প্রণয়নে কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের জন্য ইউনিডো মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জবাবে ইউনিডোর মহাপরিচালক লি-ইয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ৭.৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, স্বল্প-কার্বন প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়ায় বাংলাদেশের এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের শিল্পখাতে গুণগত মানোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সবুজ শিল্পায়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য শিল্পনীতির বাস্তবায়নে ইউনিডোর সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান। বৈঠকে থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও এসকাপে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মিজ সাদিয়া মুনা তাসনীম এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএম মানসুরুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

সবুজ শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ শিল্পখাতে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত সবুজ সম্মেলনের প্যানেল আলোচনায় আমু

সবুজ শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিল্পখাতে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে বলে উল্লেখ করেছেন সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। গত ০৪ অক্টোবর ব্যাংককে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সবুজ শিল্প সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত Regional Perspectives on Green Industry Policy শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। সাবেক শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশেষ করে চামড়া ও তৈরি পোশাক শিল্পখাতে সবুজায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বল্প-কার্বন অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করছে। বাংলাদেশ পরিবেশবান্ধব ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে, যেখানে সবুজ শিল্পায়নের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানি পরিশোধনের মত ইস্যুগুলোকে নিশ্চিত করা হচ্ছে। আমির হোসেন আমু বলেন, বাংলাদেশে স্বল্প-কার্বন ও সম্পদ-দক্ষ (Low-carbon & resource-efficient) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে অর্থায়ন বাড়াতে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সবুজ অর্থায়ন এবং সবুজ ব্যাংকিং নীতিমালা (Green Financing and Green Banking Policy) অনুসরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি তৈরি পোশাক শিল্পের গুণগত মানোন্নয়নে অর্থায়নের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। এর ফলে তৈরি পোশাক শিল্পখাতে মূল্য সংযোজন ও পণ্য বৈচিত্র্যকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' এর আলোকে 'বাংলাদেশের সবুজ শিল্পায়ন ও টেকসই উন্নয়ন দর্শন' এ উজ্জীবিত হয়ে প্রত্যাশিত গন্তব্যের পথে এগিয়ে চলছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ইকোনোমিক অ্যান্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্যা প্যাসিফিক (এসকাপ) যৌথভাবে ব্যাংককের জাতিসংঘ সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী "স্থায়ী উন্নয়নের জন্য পঞ্চম সবুজ শিল্প সম্মেলন (5th Green Industry Conference for Sustainable Development)" এর আয়োজন করেছে। উল্লেখ্য, মিয়ানমার, লাওস, কম্বোডিয়া, আলবেনিয়া, আর্মেনিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং থাইল্যান্ডসহ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৫টি দেশের মন্ত্রীরা প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন।

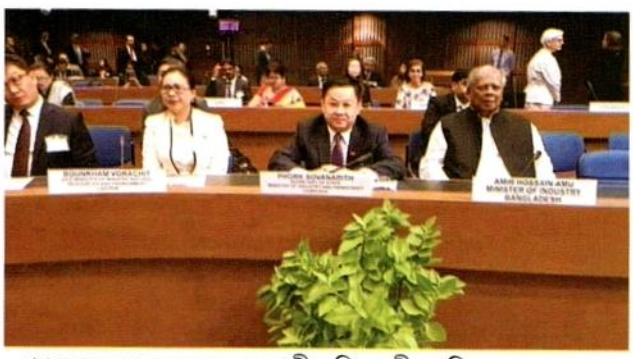

পঞ্চম সবুজ সম্মেলনে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনসিআইডি) সভায় আমু

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাদুকা ও চামড়া পণ্যের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে শিল্পনগরীর স্থান নির্ধারণের কাজ শুরু হয়েছে। বিসিক এ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। গত ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনসিআইডি) সভায় সভাপতিত্বকালে শিল্পমন্ত্রী এ কথা জানান। সভায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, কৃষিসচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিম, এফবিসিসিআই'র সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিনসহ শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বস্ত্র ও পাট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, কৃষি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পরিবেশ ও বন, ভূমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মহিলা ও শিশু, বিদ্যুৎ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিসিক, বিসিআইসি, বিনিয়োগ বোর্ড, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এসএমই ফাউন্ডেশন, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, আইসিবি, বেপজা, বেজা, চট্টগ্রাম চেম্বার, বিসিআই, এমসিসিআই, নাসিব, বাংলাদেশ অটো ব্রিকস্ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন, বাংলা ক্রাফ্ট, বিজিএপিএমইএ ও বিপিজিএমইএসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশব্যাপী শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প কারখানায় ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি, কৃষিভিত্তিক শিল্পে প্রণোদনা প্রদান, জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসার, বর্জ্যব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পখাত বিকাশের লক্ষ্যে বিসিকের আওতায় 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিসিক ইতোমধ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের নিবন্ধন সেবা চালু করেছে বলে এ সময় সভায় তথ্য তুলে ধরা হয়। সভায় জেলাভিত্তিক কাঁচামাল সম্ভাবনার ওপর প্রাক-সম্ভাব্যতার যাচাইয়ের জন্য বিসিককে নির্দেশনা দেয়া হয়। পাশাপাশি বিসিকের অদক্ষ জনবল পরিবর্তন করে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী নিরবচ্ছিন্ন খাদ্য উৎপাদনের স্বার্থে বিসিআইসি'র সার কারখানাগুলোতে নিয়মিত গ্যাস সরবরাহের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, শিল্প-কারখানায় গ্যাস সংযোগ বন্ধ না করে সিস্টেম লস কমানোর ওপর নজর দিতে হবে। তিনি গৃহস্থালি ও পরিবহনে জ্বালানি হিসেবে সিলিন্ডার ও এলএনজি ব্যবহার করে শুধুমাত্র শিল্প-কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের পরামর্শ দেন। তিনি ছোবড়াসহ নারিকেল দিয়ে উৎপাদিত শিল্পপণ্য বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যে লাগসই প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ দেন।

পনেরো আগস্টের হত্যাকান্ডের পেছনে ছিল বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তান বানানোর সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় আমু

পনেরো আগস্টের হত্যাকান্ড কোনো সাধারণ হত্যাকান্ড ছিল না উল্লেখ করে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছেন, এটি ছিল একাত্তরের পরাজিত শক্তির প্রতিহিংসামূলক প্রতিবিপ্লব। এ হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সাথে লুজ কনফেডারেশন (Loose Confederation) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হত্যার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১২ আগস্ট, ২০১৮ জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমু এ কথা বলেন। আমির হোসেন আমু বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে হত্যা করে বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিল বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তান বানানোর একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী আড়াই মাসের মাথায় জাতীয় চার নেতা হত্যা, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচাররোধ, সংবিধান থেকে জাতীয় চার মূলনীতি ছেঁটে ফেলা, গোলাম আজমকে রাজনীতির সুযোগদান, বেতারের নাম পরিবর্তন করে রেডিও বাংলাদেশ করাসহ ষড়যন্ত্রকারীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ধারাবাহিক কর্মকান্ড এটা প্রমাণ করে। সাবেক শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে চল্লিশ বছর পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা উত্তর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তা বাস্তবায়ন করতে পারলে অনেক আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতো। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রগতির ধারা সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপশক্তির সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার প্রকৃত স্বাদ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী চক্রান্ত চলছে উল্লেখ আমু আরও বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও তাদের দোসররা এখনও ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ পর্যন্ত উনিশবার হত্যা চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আল্লাহতায়ালার তাঁকে বারবার বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তৎকালীন শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির পিতা নন, তিনি ছিলেন বিশ্বনেতা। মাত্র সাড়ে তিন বছর শাসনামলে তিনি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মুক্তির জোয়ার তৈরিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে হত্যার মাধ্যমে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন থামিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হলেও এটি সম্ভব হয়নি। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের শোককে শক্তিতে পরিণত করে সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

শিল্পমন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়

যথাযথ উদ্দীপনা ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ২৩ জুলাই 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৮' উদ্‌যাপন করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এ উপলক্ষে রাজধানীর মতিঝিলে অবস্থিত শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য সেবা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নিজেদের সেবা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরে। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেবা সম্পর্কে নানা রঙের ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার, স্টিকার এবং ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করে। এ উপলক্ষে সেবা সম্পর্কিত বুকলেটও প্রকাশ করা হয়। এগুলো আগত দর্শনার্থী ও সেবাগ্রহীতাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। দুপুরে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু সেবা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

বিসিআইসির অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের নিয়ে সার্ভিস পুল গঠনের পরামর্শ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন থেকে অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ প্রকৌশলী, রসায়নবিদ ও প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে একটি 'অপারেশন অ্যান্ড ম্যান্টেইনেন্স অ্যাসিসটেন্স সার্ভিস' পুল গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। রাজধানীর লেকশোর হোটেলে গত ১৪ আগস্ট তিনি বলেন, এ সার্ভিস পুলের সদস্যরা বিসিআইসিসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কারিগরি সেবা দিতে পারবে। ফলে বিদেশি বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে দেশেই সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্বমানের কারিগরি সেবা পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে দেশের শিল্পখাত দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা) এর সহযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান "ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই) এর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় শীর্ষক সেমিনারে বিসিআইসি'র সাবেক চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ আমিনুল হকের সভাপতিত্বে পৃথকভাবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম এবং বুয়েটের অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন। এতে সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খান, সাবেক শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ডং-জুন লি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আমির হেসেন আমু বলেন, জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের অভিযাত্রা জোরদারের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরি জনবলের বিকল্প নেই। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হলেও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হচ্ছে অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দক্ষ জনশক্তির ওপর দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পায়ন ও রেমিট্যান্স আয় নির্ভর করে। উন্নত দেশগুলোতে শতকরা ৬০ ভাগের বেশি শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা নিলেও বাংলাদেশে এর পরিমাণ এখনও শতকরা ১৫ ভাগের নিচে। দেশের শিল্প কারখায় দক্ষ টেকনিশিয়ান ও প্রকৌশলীর চাহিদা মেটাতে সরকার টিআইসিআই স্থাপন করেছে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, টিআইসিআইয়ে প্রশিক্ষিত জনবল রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণে শুরু থেকেই ভূমিকা রাখছে। এর ফলে পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়েও বিসিআইসির আওতাধীন সার কারখানাগুলো সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। দেশে সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় উৎপাদনের চাকা সচল রাখতে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে শিল্পখাতে বিশেষায়িত কারিগরি সেবার চাহিদা পাল্টে যাচ্ছে। পরিবর্তিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় বর্তমান সরকার টিআইসিআই এর আধুনিকায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সার সরবরাহের বিষয়টি জড়িত। সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সার কারখানাগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনের তাগিদে বাংলাদেশ অনেক কিছু আমদানি করলেও সার উৎপাদনে এ দেশের সক্ষমতা বিশ্বমানের। আমদানিকৃত খাদ্য দিয়ে কোনোভাবেই দেশের ষোল কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। খাদ্য উৎপাদনের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে তারা টিআইসিআই এর মত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির তাগিদ দেন।

জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্লট ও সিইটিপির নির্মাণ খরচ এক সাথে পরিশোধ করতে হবে

চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠকে আমু

জমির মূল্য এবং সিইটিপির নির্মাণ খরচ এক সাথে পরিশোধ করে সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বলে জানিয়েছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, ওষুধ শিল্পের জন্য বিসিক যে এপিআই শিল্প পার্ক তৈরি করছে, সেখানেও উদ্যোক্তারা একই সাথে প্লট ও সিইটিপির ব্যয় পরিশোধ করছেন। চামড়া শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য এর ব্যতিক্রম কোনো নিয়ম চালু করা সমীচীন হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। চামড়া শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধানের বিষয়ে চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্বকালে সাবেক শিল্পমন্ত্রী গত ০৬ আগস্ট ২০১৮ এ কথা বলেন। বৈঠকে তৎকালীন শিল্প সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, বিসিকের সাবেক চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখার, বিএসটিআই এর সাবেক মহাপরিচালক সরদার আবুল কালাম, বাংলাদেশ ফিনিস লেদার, লেদার গুডস্ অ্যান্ড ফুট ওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএলএলএফইএ) চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমদে মাহিন, বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সভাপতি শাহিন আহমেদসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জানানো হয়, সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারের (সিউটিপি) নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে ৯৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তরল বর্জ্য পরিশোধনে সিইটিপি যথাযথভাবে কাজ করছে। শিল্পনগরীর রাস্তাঘাট মেরামতে বিসিক অগ্রাধিকারভিত্তিতে উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে মেরামতের কাজ সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে দ্রুত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ট্যানারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতন করতে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে কর্মসূচি নেয়া হবে বলে তারা উল্লেখ করেন। সংগঠনের নেতারা জানান, চামড়া শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিখাত। ২০২১ সাল নাগাদ এখাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এটি অর্জনের জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপন-াসহ কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে উন্নতি ঘটাতে হবে। তারা প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র প্লটের মূল্য পরিশোধ করে জমি রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দিতে শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশনা কামনা করেন। তারা চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত কেমিক্যাল আমদানি খরচ কমাতে 'সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ' সুবিধা চান। একই সাথে তারা যেসব ট্যানারির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, সেগুলোর অনুকূলে পাওনা ক্ষতিপূরণের টাকা দ্রুত ছাড়ের দাবি জানান। জবাবে শিল্পমন্ত্রী বলেন, কেমিক্যাল আমদানির ক্ষেত্রে 'সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ' সুবিধা দেয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হবে। তিনি শিল্প উদ্যোক্তাদের অন্যান্য দাবি পূরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার আশ্বাস দেন।

বাঙালি জাতির ইতিহাসের সাথে বিসিক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত

বিসিকের নতুন বহুতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আমু

বাঙালি জাতির ইতিহাসের সাথে বিসিক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালে বাঙালি শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) গঠন করেছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকে সেই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) নাম ধারণ করে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়ন কার্যক্রম গতিশীল করতে অনন্য ভূমিকা রেখে আসছে। বিসিকের প্রচেষ্টায় বর্তমানে দেশব্যাপী বৃহৎ শিল্পের ভিত্ শক্তিশালী হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। গত ০২ আগস্ট ২০১৮ রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বিসিকের নতুন বহুতল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। বিসিকের চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাউদ্দিন মাহমুদ ও বিসিকের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্পের পরিচালক প্রকৌশলী মো. তৌফিকুল হক বক্তব্য রাখেন। আমির হোসেন আমু বলেন, টেকসই ও গুণগত শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে বিসিক শুরু থেকেই সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। হস্ত ও কুটির শিল্পখাতে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এসএমই শিল্পখাতকেও বিসিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিসিক এখন লবণ ও মধু উৎপাদনের মত কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসারেও ভূমিকা রাখছে। বিসিকের সহায়তায় দেশে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প এবং প্রায় সাড়ে ৮ লাখ কুটির শিল্প রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৮ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পাশাপাশি দেশে ইতোমধ্যে প্রায় ১০ লাখ এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য শিল্পখাতের কার্যকর বিকাশ জরুরি। এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিকল্পিতভাবে অবদান রেখে চলেছে। এর ফলে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান ৩৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এটি ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এলাকাভিত্তিক শিল্প সম্ভাবনা বিবেচনা করে শিল্প ক্লাস্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিল্পগুলোকে এক জায়গায় কেন্দ্রিভূত করার লক্ষ্যে খাতভিত্তিক শিল্পপার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। হালকা প্রকৌশল, কেমিক্যাল, প্লাস্টিক, ওষুধ, মুদ্রণ, অটোমোবাইল শিল্পের জন্য পৃথক শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বিসিকের নিজস্ব জায়গায় এ বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ১২তলা বিশিষ্ট এ ভবনের আয়তন হবে ১ লাখ ৫৭ হাজার বর্গ ফুট। চলতি বছরে জুন মাসে এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে। এটি নির্মিত হলে, উদ্যোক্তাদের সেবাদানের ক্ষেত্রে বিসিক এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

বিসিক প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

গোটা বিশ্ব এখন অবাক বিস্ময়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে আছে

বিএসইসি আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। গোটা বিশ্ব এখন অবাক বিস্ময়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা অনুযায়ী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে একটি মর্যাদাশালী রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত বিএসইসি ভবন চত্বরে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন গত ২৮ আগস্ট এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আনিস-উল-হক ভূঁইয়া এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খান সিরাজুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। এতে বিএসইসি'র পরিচালক নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ বঙ্গবন্ধুর ওপর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ, শিক্ষকদের স্থায়ী নিয়োগ, কল-কারখানা চালু এবং অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি করতে তিনি যখন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হত্যার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, পনের আগস্টের হত্যাকাণ্ড কোনো ব্যক্তি বা পারিবারকেন্দ্রিক হত্যাকান্ড ছিল না। এটি ছিল একাত্তরের পরাজিত শক্তির প্রতিহিংসামূলক প্রতিবিপ্লব। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, একাত্তরের প্রেতাত্মারা বার বার দানবীয় শক্তিতে আবির্ভূত হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তায় তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত থাকার পাশাপাশি অর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছেন। আন্দোলন ও গণতন্ত্রের নামে ২০১৪ সালে পেট্রোল বোমা মেরে যারা একাত্তরের মত গণহত্যা চালিয়েছিল, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশের চলমান অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, বঙ্গবন্ধু শ্রমিক কর্মচারী ও মেহনতি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য স্বাধীনতার পর শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেছিলেন। তাঁর আদর্শকে সত্যিকার অর্থে হৃদয়ে ধারন করে থাকলে এসব শিল্প কারখানা লাভজনক করতে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারখানাগুলোকে লাভনজক করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালবাসার প্রতিদান দিতে সবাইকে পরামর্শ দেন।

উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশের নিকটতম ও পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অবদান রয়েছে

-আমির হোসেন আমু

উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশের সবচেয়ে নিকটতম ও পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অবদান রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে একটি গতিশীল ও উদ্যমী বেসরকারিখাত গড়ে ওঠায় বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। সাবেক শিল্পমন্ত্রী গত ১৭ আগস্ট ভারতের নয়াদিল্লীতে আয়োজিত 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার' এর উদ্বোধনকালে এ মন্তব্য করেন। ভারতের দ্যা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর উদ্যোগে দিল্লীর নয়ডায় অবস্থিত ইন্ডিয়া এক্সপো সেন্টার অ্যান্ড মার্টে দশ দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়। আমির হোসেন বলেন, বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। এতে টিকে থাকার জন্য শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহায়তা জোরদার করতে হবে। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও প্রযুক্তি বিনিময় বাড়াতে হবে। ব্রেক্সিট ও ইউরোপিয়ান বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তনের ফলে এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য সৃষ্ট বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে তিনি এটি কাজে লাগানোর জন্য দ্রুত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রয়াস শক্তিশালী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। এদেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার, একীভূত সমাজ, বাণিজ্য সহায়ক ভৌগলিক অবস্থান, টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং স্বল্প মজুরিতে দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। তিনি ভারতসহ মেলায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর উদ্যোক্তাদেরকে বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে ভারতের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) বিষয়ক মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী অজয় তামতা, জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রবীন্দ্র নাথ, হস্তশিল্প রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও.পি. প্রহ্লাদকা, ইন্ডিয়া এক্সপোজিশন মার্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান রাকেশ কুমার, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, উত্তর প্রদেশের খাদি গ্রাম শিল্প ও বস্ত্র বিষয়ক মন্ত্রী সত্য দেব পাচাওরি বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, দশ দিনব্যাপী আয়োজিত এ আন্তর্জাতিক মেলায় ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য মেলা। এতে বিশ্বের ১৭টি দেশের তিন শতাধিক খ্যাতনামা শিল্প ব্র্যান্ড অংশ নেয়। এসব প্রতিষ্ঠান সাড়ে ১১শ' স্টলে ৫ হাজারেরও বেশি পণ্য প্রদর্শন করে। এতে বাংলাদেশ থেকে বিসিক এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারাসহ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরাও এতে যোগ দেন।

বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদারে চীনের সহায়তা অব্যাহত থাকবে

আমুর সাথে চীনা রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদারে চীনের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চীনা রাষ্ট্রদূত ঝাং জু। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাসায়নিক সার, স্টীল, কেমিক্যাল, আইসিটি, চিনি, কাগজসহ মানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে চীনের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী। ইতোমধ্যে চীনের একটি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের স্টীল সেক্টরে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ঝাং জু গত ০১ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ কথা জানান। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশের শিল্পখাতে চীনা বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তি স্থানান্তর, চীনের অত্যাধুনিক কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তরসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনায় স্থান পায়। সাক্ষাতকালে আমির হোসেন আমু বলেন, ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চীন সফরের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে অর্থবহ দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সম্পর্কের সূচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফর এবং চীনা রাষ্ট্রপতির শি জিংপিং এর বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে এ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌছেছে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাতটি মৈত্রী সেতু নির্মাণ দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে তিনি উল্লেখ করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, বাংলাদেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে চীনা উদ্যোক্তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ বিবেচনায় বর্তমান সরকার চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য চট্টগ্রামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এতে চীনের উদ্যোক্তারা পরিবেশবান্ধব ও উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পস্থাপনে এগিয়ে আসতে পারে। তিনি চীনা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং সাভার চামড়া শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারের (সিইটিপি) নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে চীনা রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশকে চীন সব সময় ভাল প্রতিবেশি ও বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে চীন বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতি সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। শিল্পখাতে উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দু'দেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সংলাপ ও নীতি সহায়তা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। চীনের রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এর ফলে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে বর্তমানে উন্নয়ন ও শিল্পখাতের সহযোগিতার নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের শিল্পখাতের আধুনিকায়ন, জনবলের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এসএমইখাতের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

আমদানিবিকল্প খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির উদ্যোগ জোরদার করতে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশ

জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ অর্জন উপলক্ষে বিটাক আয়োজিত আলোচনা সভা

দেশীয় শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী আমদানিবিকল্প নতুন নতুন খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির উদ্যোগ জোরদার করতে বিটাকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশনা দিয়েছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, বিটাক শুরু থেকেই সাশ্রয়ী মূল্যে গুণগতমানের খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্পায়নে সহযোগিতা করলেও এর কার্যকর প্রচার নেই। তিনি নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি এগুলোর বাণিজ্যিক ব্যবহার বাড়াতে প্রচারের ওপর গুরুত্ব দেন। জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ অর্জন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী গত ৩০ জুলাই এ নির্দেশনা দেন। বিটাকের মহাপরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তৎকালীন শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। এতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ড. সৈয়দ ইহসানুল করিম এবং কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমির হোসেন বক্তব্য রাখেন। আমির হোসেন আমু বলেন, হালকা প্রকৌশল শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাত। এখাতের আধুনিকায়ন ও উৎপাদিত পণ্যে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এ বিবেচনায় শিল্প মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হালকা প্রকৌশল শিল্প কারখানাগুলোকে সমন্বিত করে কেরানীগঞ্জে হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী গড়ে তুলছে। একই সাথে প্লাস্টিক, কেমিক্যাল, মুদ্রণ ও ওষুধ শিল্পের জন্য পৃথক নগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ওষুধ বিশ্বের ১৫২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে বলে তিনি জানান। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে টেকসই শিল্পখাতের বিকাশ জরুরি। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্পায়ন কার্যকর জোরদার করতে বিপুল পরিমাণে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরি জনবল প্রয়োজন হবে। বিটাকের মাধ্যমে এ ধরনের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধির প্রয়াস জোরদারের পরামর্শ দেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের শিল্পায়নে পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিটাক অনন্য অবদান রেখে আসছে। দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বিমান, সার ও চিনি শিল্প, নৌ-পরিবহন, বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ অনেক শিল্পখাতে বিটাক সুলভমূল্যে আমদানিবিকল্প যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে। এ প্রতিষ্ঠান স্থানীয় পর্যায়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর করে শিল্পখাতের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অবদান রাখছে। বিটাকের কারিগরি ও মান নিয়ন্ত্রণ সহায়তা নিয়ে ধোলাইখালের হালকা প্রকৌশল শিল্প কারখানায় উৎপাদিত অটোমোবাইল স্পেয়ার পার্টস্ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির প্রক্রিয়া চলছে। তারা শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে বিটাকের জনবল বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিশেষ ডিজাইনের হাইড্রোলিক লিফ্ট উদ্ভাবনের জন্য বিটাক জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ অর্জন করে। এ অর্জনের ফলে প্রথমবারের মত প্রতিষ্ঠানটির সৃজনশীল উদ্ভাবন সম্পর্কে জনগণ জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ সম্মান দেশীয় শিল্প কারখানার চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি ও খুচরা যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে বিটাক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করবে।

নির্মাণাধীন বিসিক শিল্পনগরীগুলো দ্রুত সমাপ্ত করতে জেলা প্রশাসকদের প্রতি নির্দেশ

জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত অধিবেশনে আমু

নির্মাণাধীন বিসিক শিল্পনগরীগুলোর বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে জেলা প্রশাসকদের আরও তৎপর হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এলাকাভিত্তিক শিল্প সম্ভাবনা বিবেচনা করে বিসিক বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি শিল্পনগরী স্থাপন করছে। এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণে ধীরগতিসহ নানাবিধ কারণে কয়েকটি শিল্পনগরী বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের প্রতি পরামর্শ দেন। জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আমু গত ২৫ জুলাই এ নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক মহিলা ও শিল্প বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম মেহের আফরোজ। এতে সাবেক শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/কর্পোরেশনের প্রধান, মহিলা ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গৃহীত পদক্ষেপের ফলে গত প্রায় দশ বছর ধরে দেশে সুষ্ঠু সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সময়ে দেশের কোথাও সারের কোনো ধরণের সংকট হয়নি। এর সিংহভাগ কৃতিত্ব জেলা প্রশাসকদের বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ১৩টি নতুন বাফার গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আরও ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে বিসিআইসির কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইউরিয়া সার মজুদ রয়েছে। পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিল্পমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে উৎপাদন বাড়াতে মাড়াই মৌসুমে চাষিরা যাতে চিনিকলে পর্যাপ্ত পরিমাণে আখ সরবরাহ করে, সেজন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সাথে চিনিকল জোনে পাওয়ার ক্রাসারের মাধ্যমে অবৈধভাবে গুড় তৈরি বন্ধ করতে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোর বেদখলকৃত জমি উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ নিতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরীর খালি প্লটে কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপনে স্থানীয় পর্যায়ে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করতে জেলা প্রশাসকদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, সম্মেলনে জেলা প্রশাসকদের পক্ষ থেকে খুলনা বিভাগীয় বাফার গুদাম নির্মাণ, ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় আঞ্চলিক বয়লার অফিস স্থাপন, জামালপুর জেলায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দূষণরোধে ইটিপি স্থাপন, বান্দরবানে ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও হিমাগার স্থাপন, পাবনার পাকশী পেপার মিল চালু, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় আম প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা নির্মাণ, রংপুর জেলায় কৃষিভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন এবং বরিশাল জেলায় বিএসটিআই এর খাদ্যমান পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রস্তাব এসেছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট অনুযায়ী এগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

নিজস্ব ব্র্যান্ডের বৈদ্যুতিক ফ্যান তৈরি করবে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এটলাস

এক সময়ে জনপ্রিয় সরকারি ব্র্যান্ড 'মিল্লাত' ফ্যানের অনুরূপ নিজস্ব ব্র্যান্ডের বৈদ্যুতিক ফ্যান তৈরি করবে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় পণ্য বৈচিত্র্যকরণ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশ স্টীল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের (বিএসইসি) আওতাধীন প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের 'থ্রি-এস (3S/Sales, Servicing & Spares)' সেন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গত ০৫ জুলাই এ তথ্য জানানো হয়। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় এ সেন্টার উদ্বোধন করেন। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব। এতে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আ ন ম কামরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আমু বলেন, মিল্লাত ফ্যানের অনুরূপ ফ্যান তৈরির প্রস্তাব একটি সৃজনশীল উদ্যোগ। বর্তমান সরকার এ ধরনের পণ্য বৈচিত্র্যকরণের উদ্যোগের প্রতি সবসময় সমর্থন দিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের বিদ্যুৎখাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন ১৬ হাজার ৪৬ মেগাওয়াট। ২০২১ সালের মধ্যে এটি ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। এর ফলে দিন দিন বৈদ্যুতিক ফ্যানের চাহিদা বাড়ছে। এটলাসের নিজস্ব ব্র্যান্ডে ফ্যান তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মান বেসরকারিখাতের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। অতীতে বিভিন্ন সময় গোষ্ঠিগত স্বার্থে সরকারি কারখানা পানির দরে বিক্রয় করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমান সরকার এসব কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ফিরিয়ে এনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিচ্ছে। তিনি এটলাসের 'থ্রি-এস' সেন্টারের সেবার মান অক্ষুণ্ন রেখে একে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সকল কমকর্তা-কর্মচারীদের পরামর্শ দেন। পরে মন্ত্রী এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের থ্রি-এস সেন্টার উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, প্রায় ২ হাজার ২৫৬ বর্গফুট জায়গার ওপর এ সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সার্ভিস সেন্টারের পাশাপাশি এটলাসের 'শো-রুম' হিসেবেও ব্যবহৃত হবে। এখানে মোটর সাইকেলের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস বিক্রি হবে। এটলাস গ্রাহক ছাড়া অন্য কোম্পানির মোটরবাইকের জন্যও এই সার্ভিসিং সেবার দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে। ফলে এ সেন্টার এটলাস বাংলাদেশের জন্য আয়ের একটি নতুন উৎস হিসেবে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চালু হলো রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ রি-রোলিং মিল ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড

দীর্ঘ ২৪ বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হলো বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের (বিএসইসি) আওতাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত রি-রোলিং মিল ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গত ০৫ জুলাই,২০১৮ টঙ্গীতে প্রতিষ্ঠানটির পুনঃচালুকরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে বন্ধ শিল্প কারখানা চালুর ঘোষণার বাস্তবায়ন হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় এটি চালু করে। এ উপলক্ষে গাজীপুরের টঙ্গীতে অবস্থিত ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড প্রাঙ্গনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। তৎকালীন শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত তৎকালীন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ জাহিদ আহ্‌সান রাসেল এম.পি, গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড্‌ভোকেট আজমত উল্লা খান, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অ্যাড্‌ভোকেট মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খান সিরাজুল ইসলম এবং ঢাকা স্টীল ওয়াকর্স লিমিটেডের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনিরুজ্জামান খান বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমু বলেন, স্বাধীনতার আগে টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা কোনো কল-কারখানার মালিকানা বাঙালির ছিল না। এসব কারখানার মালিকানা অবাঙালি বিহারীদের হাতে ছিল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিহারীদের এসব শিল্প কারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিলেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর গোষ্ঠিগত স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পানির দরে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় ক্ষমতায় এসে এগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি সমস্ত বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগ নেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৯৪ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড পুনরায় চালু করা হলো। তিনি আরও বলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেডকে পুর্ণাঙ্গ শিল্পে পরিণত করা হবে। এ শিল্পকে বৃহৎ আকারে রূপ দিতে এর অন্য দু'টি ইউনিটও চালু করা হবে। তিনি এ কারখানা লাভজনক করতে পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদনের প্রয়াস জোরদারের পরামর্শ দেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠানটির সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। তিনি বর্তমান সরকারকে শিল্প ও শ্রমিকবান্ধব সরকার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে বক্তারা দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ থাকা এ কারখানা চালুর জন্য বর্তমান সরকারের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, এটি চালুর ফলে বাজারে রডের মূল্য স্থিতিশীল থাকবে এবং জনগণ উপকৃত হবে। তারা পরিবেশ সুরক্ষায় গাজীপুর জেলায় অবস্থিত সকল শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করার তাগিদ দেন। মজুরি কমিশন ঘোষণার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে বলে তারা মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশে ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড জাতীয়করণ করা হয়। ওই সময় বিএসইসি'র ওপর এটি পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকার প্রতিষ্ঠানটি পে-অফ ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বন্ধ কারখানা চালুর ঘোষণা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০১৬ সাল থেকে কারখানাটি পুনরায় চালুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ গ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর ও বিভিন্ন বকেয়া বিল পরিশোধ, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, ফায়ার লাইসেন্স, বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের ছাড়পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ করার পর এটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হলো।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

এসএমই ফাউন্ডেশন ১৭-২৭ আগস্ট ২০১৮ ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে। ভারতের দি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং জিএস মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটস্ যৌথভাবে মেলাটি আয়োজন করে। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি এ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এসএমই ফাউন্ডেশন নির্বাচিত চারজন নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- কারুপণ্য, মেখলা, রাজশাহী নকশী ঘর এবং দোলা নকশী ঘর এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। উদ্যোক্তাগণ উৎপাদিত বিভিন্ন এসএমই পণ্য-যেমন, নকশিকাঁথা, বেড কাভার, থ্রিপিস, শাড়ি, সালোয়ার, পাঞ্জাবি ও হ্যান্ডিক্রাফটস্ ইত্যাদি পন্য প্রদর্শন করে।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মেগা ট্রেড ফেয়ারে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

বিএসইসি ও জাপানের হোন্ডা'র যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি. মোটরসাইকেল উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন

হোন্ডা মোটর সাইকেল উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বছরে এক লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড হোন্ডার নতুন কারখানা সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জের আব্দুল মোমেন ইকোনমিক জোনে ২৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত কারখানাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি। ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) ও জাপানের হোন্ডা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত কারখানায় হোন্ডার ৭০ শতাংশ এবং বাকি ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইন্টার-পার্লামেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরী, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব হিরোয়াসু ইজুমি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আম, এমপি বলেন, 'এটি জাপান ও বাংলাদেশের বিনিয়োগের একটি সফল দৃষ্টান্ত। আজ থেকে এতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হলো। এর মাধ্যমে জাপান বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। তিনি আরো বলেন, '২০২৫ সালের মধ্যে মোটরসাইকেল শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। এরই মধ্যে এ খাতে কয়েক হাজার দক্ষ জনবল সৃষ্টির পাশাপাশি দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ শিল্প খাত বিলিয়ন ডলারে পরিণত হবে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন ও বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিসটেড'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান জানান যে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড এ বিএসইসি'র বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর ৩০% শেয়ার অক্ষুন্ন রাখতে ২০৪ (দুইশত চার) কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। তিনি জানান ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৮৯.৬৭ (উননব্বই দশমিক সাতষট্টি) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান আশাব্যক্ত করেন হোন্ডা এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের জনগণ এর সুবিধা পাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

১৭ টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) গত জুন ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে মোট ১৭টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ তুলে দেন। তাছাড়া জুন ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিএবি বিভিন্ন আন্তর্জাতিকমানের নতুন সংস্করণ ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020:2012, ISO 15189, ISO/IEC 17021 এর ওপর সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দেশীয়, বহুজাতিক টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন, মেডিকেল ল্যাবরেটরি এবং পরিদর্শন সংস্থা থেকে আগত মোট ১২৫ জন কারিগরি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর ৩৬তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে সদস্য সচিব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) এবং অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এশিয়া প্যাসিফিক ল্যাবরেটরি অ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন এর পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি নবায়ন ও নতুন করে মেডিকেল ল্যাবরেটরি ও পরিদর্শন সংস্থার পারস্পরিক স্বীকৃতি-চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে গত ১১-১৭ নভেম্বর ২০১৮ অ্যাপলাক কর্তৃক গঠিত দুই সদস্যের টিম বিএবি অফিস, অ্যাসেসমেন্ট ও টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন ও মেডিকেল ল্যাবরেটরি ও পরিদর্শন সংস্থাসহ মোট ৮টি প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন সম্পন্ন করে। উক্ত অ্যাসেসমেন্ট টিমের টিম লিডার হিসেবে শাহরুল শাদরী আলী, পরিচালক, স্ট্যান্ডার্ড মালয়েশিয়া এবং জিওফ ডেভিড হ্যালাম, টেকনিক্যাল ম্যানেজার, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন, নিউজিল্যান্ড সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

এ্যাক্রেডিটেশন সনদ তুলে দিচ্ছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুল হালিম

নতুন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত বিআইএম'র

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ২০১৯ সেশন হতে এক বছরমেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএসসিএম) এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড আইপিআর (ডিআইএম আইপিআর) কোর্স প্রবর্তন করবে। গত ৭ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বিআইএম-এর বোর্ড অব গভর্নরস এর সভায়। ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব ও বিআইএম-এর বোর্ড অব গভর্নরস এর সভাপতি মোঃ আবদুল হালিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডিপ্লোমা দু'টি প্রবর্তনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব বলেন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের উচ্চ হার এবং বাজার ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের প্রভাবে টেকসই প্রতিষ্ঠানের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় সাপ্লাই চেইন বিষয়ে ব্যবস্থাপকবৃন্দের আগ্রহ লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিল্পখাতসহ সকল প্রতিষ্ঠানে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট-এর অনুশীলন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স বর্তমান প্রজন্মের ব্যবস্থাপকদের পেশাদারিত্ব বিকাশে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। বিশ্বব্যাপী আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ত্রি-ডি প্রিন্টার, রোবোটিকস্, ভার্চুয়াল এন্ড অগমেন্টেড রিয়েলিটি, বিগ ডাটা, অটোমেশন, এডভান্সড সিকিউরিটি সম্পর্কিত প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষনীয় হারে বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে শিল্প কারখানাসহ সকল কর্মক্ষেত্রে পূর্বতন ধারণা বদলে যাচ্ছে। বৈশ্বিক এই পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে বিআইএম হতে 'ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস' বিষয়ে একটি ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কোর্স দু'টি প্রবর্তনের পাশাপাশি বিআইএম-এর গবেষনা ও প্রকাশনা শাখার অধীনে একটি "ইনকিউবেশন, ইনোভেশন, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সেল (I3P Cell)" স্থাপন করার বিষয়েও একই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইনভেনশন ও ইনোভেশনকে প্রযুক্তি পণ্যে রূপান্তর, এর মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ এবং তা বাণিজ্যিকীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করাই হবে আই-কিউব সেলের মূল লক্ষ্য।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৮ উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গত ০২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হয়। জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশানাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) গত ০২ অক্টোবর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে। এটি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন গেট থেকে শুরু হয়ে জিরো পয়েন্ট ও গুলিস্তান সড়ক অতিক্রম করে নগর ভবনের পাশ দিয়ে জাতীয় স্টেডিয়াম মোড় ঘুরে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এসে শেষ হয়। ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের নেতৃত্বে শোভাযাত্রায় শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন সেক্টর-কর্পোরেশন ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এনপিও, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ, নাসিব, ট্রেডবডি ও উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানার মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারিরা অংশ নেন। শোভাযাত্রা শেষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তৃতাকালে ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে 'জাতীয় আন্দোলন' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। শিল্প, কৃষি, সেবাসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়ে পণ্য ও সেবার গুণগতমানে উৎকর্ষতা আনতে হবে। এজন্য তিনি বিভিন্নখাতে কর্মরত শ্রমিক, মালিক, কর্মচারি, ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহবান জানান। বিকাল চারটায় রাজধাণীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন। অনুষ্ঠনে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব মো: আবদুল হালিম। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির চতুর্দশ সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির (এনপিইসি) চতুর্দশ সভা গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিম। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম, এনপিও'র পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ট্রেড বডি এবং এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। সভায় এনপিও দপ্তরের আপগ্রেডেশন ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, এনপিও'র জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মাণ, এনপিওকে একটি দক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড যথাসময়ে প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।

এনপিইসি চতুর্দশ সভায় সভাপতিত্ব করছেন ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব

বিএবির অ্যাক্রেডিটেশন সনদের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উদ্যোগ

ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিবের সাথে আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশে স্থাপিত দেশীয় ও বহুজাতিক মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি এবং মান পরিদর্শন সংস্থার অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা চলছে। একই সাথে বিএবি বর্তমানে টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশনের ক্ষেত্রে যে সনদ প্রদান করছে, তাও বলবৎ রাখা হবে। বাংলাদেশ সফররত এশিয়া-প্যাসিফিক ল্যাবরেটরি অ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন এর (এপলাক) দুই সদস্যের মূল্যায়ন প্রতিনিধিদল গত ১২ নভেম্বর, ২০১৮ ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সাথে সাক্ষাত করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, প্রতিনিধিদলের প্রধান ও স্ট্যান্ডার্ডস্ মালয়েশিয়ার অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক পরিচালক শাহরুল সাদরী বিন আলভী, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্রেডিশেন নিউজিল্যান্ডের ব্যবস্থাপক জেফরি ডেভিড হালামসহ বিএবি'র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাতকালে ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব প্রতিনিধিদলকে জানান, বাংলাদেশে বিশ্বমানের মান অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিএবি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্ভব সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বিএবি ইতোমধ্যে এপলাক এবং আইলাকের গাইডলাইন অনুসরণ করে দেশব্যাপী অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক কর্মকান্ড জোরদার করেছে। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএবি'র আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের সক্ষমতা অর্জনে এপলাকের সহায়তা কামনা করেন। এর আগে এপলাক মূল্যায়ন প্রতিনিধিদল বিএবি'র কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। উল্লেখ্য, দেশে বিদ্যমান ল্যাবরেটরি, সনদ প্রদানকারী ও পরিদর্শন সংস্থাসহ ওজন, পরিমাণ ও গুণগতমানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ অনুসারে বিএবি গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৪ সালে এপলাকের পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশনের ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য এপলাকের পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা (MRA) স্বাক্ষর করে। বর্তমানে বিএবি মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি এবং মান পরিদর্শন সংস্থার অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিএবি'র সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য এপলাক মূল্যায়ন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করছে। ১১ থেকে ১৭ নভেম্বর এ প্রতিনিধিদল বিএবি এবং সংস্থাটির অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে। তারা আসন্ন এপলাক কাউন্সিল সভায় মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। এ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রে বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

তিন বিভাগীয় শহরে এনপিও'র আঞ্চলিক অফিস হচ্ছে

তৃণমূল পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে তিনটি বিভাগীয় শহরে এনপিও'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩শ' ৫৮ জন জনবলের একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি অনুমোদিত হলে, আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হবে। গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির চতুর্দশ সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম, বিএসইসির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, বিএসএফআইসি'র চেয়ারম্যান এ.কে.এম দেলোয়ার হোসেন, নাসিব সভাপতি মির্জা নুরুল গণি শোভন, এফবিসিসিআই পরিচালক মোঃ নিজাম উদ্দিন, এনপিও পরিচালক এস.এম আশরাফুজ্জামানসহ কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ট্রেডবডির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় তৃণমূল পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস জোরদারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি, জেলা পর্যায়ে স্থাপিত বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, তথ্যবহুল এনপিও বার্তা প্রকাশ এবং এফবিসিসিআই'র সাথে এনপিও'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। সভায় রাজধানীকেন্দ্রিক এনপিও'র কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে লাগসই প্রকল্প গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় ঢাকা শহরের ট্রাফিকিং সিস্টেম মানসম্মত করতে জাপানের উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল 'ফাইভ এস (5S)' অবলম্বনে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এনপিওকে নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় শিল্প ও সেবাখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণা প্রসারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন চেম্বার, ট্রেডবডি ও জেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সাথে খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে কার্যকর প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। সভায় ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব বলেন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ শিল্প মন্ত্রণালয় থেকেই শুরু করতে হবে। সবার আগে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাগুলোতে জাপানের কাইজেন ও 'ফাইভ এস (5S)' পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এর সুফল প্রত্যক্ষ করে বেসরকারি অফিস আদালত ও শিল্প কারখানার মালিকরা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াসে শামিল হবে। তিনি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন

জাতির পিতার অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন অনেকটাই পূরণ হয়েছে

শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত দশ বছরে বাংলাদেশের শিল্পখাতে উন্নয়নের যে জোয়ার বয়ে গেছে, তার মাধ্যমে জাতির পিতার অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন অনেকটাই পূরণ হয়েছে। ইতোমধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরে ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। শিল্পখাতে একটি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বিজয়ের প্রকৃত স্বাদ পৌঁছে দেয়া হবে। মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনায় সভায় গত ১৩ ডিসেম্বর বক্তারা এ কথা বলেন। রাজধানীর বিসিআইসি মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়। ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। এতে অন্যদের মধ্যে বিসিআইসি'র তৎকালীন চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ আমিনুল হক বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব বাঙালি জাতিকে প্রতিরোধী (Resilience) জাতি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রের জোরে নয়, বুদ্ধি, কৌশল ও সাহসিকতার জোরে বাঙালিরা পাকিস্তানী হানাদারবাহিনীকে পরাস্ত করেছিল। ওই মেধা ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজেকে উজ্জীবিত করতে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানার পরামর্শ দেন। ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনের আগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি শিল্পপতি বলতে তেমন কেউ ছিল না। তখন এ ভূ-খন্ডে যেসব কল-কারখানা ছিল, তার প্রায় সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের মালিকানায়। বঙ্গবন্ধু ছয় দফার মাধ্যমে শিল্পখাতে বাঙালির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিলেন। এ দাবিই পর্যায়ক্রমে বাঙালি জাতির স্বাধিকার সংগ্রামে পরিণত হয়। মোঃ আবদুল হালিম বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা লাভজনক করতে সবাইকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিল্পকারখানায় বিদ্যমান কাঁচামাল, মেশিনারি, সম্পদসহ সকল কিছুর দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এর মাধ্যমে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে এবং রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতে অগ্রগতির চলমান ধারা গতিশীল করতে প্রতিদিন নিজেদের কাজে একটু হলেও গুণগত পরিবর্তন আনার তাগিদ দেন।

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার একটি প্রতিনিধি দলের ডিপিডিটি পরিদর্শন

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা প্রবর্তিত Strengthening IP Office Project এর আওতায় ২১-২৪ অক্টোবর, ২০১৮ তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ডিপিডিটির অভ্যন্তরীণ ইউনিট/উইং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে স্ব স্ব কার্যাবলি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। WIPO প্রতিনিধিদল ডিপিডিটির কার্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সুবিধা-অসুবিধা এবং সেগুলো উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তারা অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নিতকরণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন করে। প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন WIPO এর Senior Counselor Mr. Liu Jie, International Consultant Ms. LiewWoon Yin Ges, Regional Consultant Mr. Louis Chan.

ডিপিডিটি'র বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করছেন Ms. LiewWoon Yin,

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার প্রতিনিধিদলের সাথে ডিপিডিটি'র কর্মকর্তাগণ

সিলেটে নির্মাণ হবে সৌদি-বাংলাদেশ মৈত্রী সিমেন্ট কারখানা

সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর

সিলেটের ছাতক সিমেন্ট কারখানার অব্যবহৃত জমিতে সৌদি-বাংলাদেশ মৈত্রী সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (Saudi-Bangladesh Friendship Cement Company Limited/SBFCCL) নামে একটি নতুন কারখানা স্থাপন করা হবে। সৌদি আরবের বিখ্যাত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্স (Engineering Dimensions) এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনে যৌথ বিনিয়োগে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এ সিমেন্ট কারখানা নির্মাণ করবে। ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্স এবং বিসিআইসির মধ্যে এ বিষয়ে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি (Strategic Partnership Agreement) স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্স এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন. হিজি এবং বিসিআইসির পক্ষে সংস্থার তৎকালীন চেয়ারম্যান শাহ মোঃ আমিনুল হক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। একই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের আওতাধীন জেনারেল ইলেক্ট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি (জেমকো) এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পণ্য বৈচিত্র্যকরণে বিনিয়োগের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের সাথে একটি পৃথক কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন. হিজি এবং জেমকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতান আহমেদ ভূঁইয়া স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসী, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কর্পোরেশন ও সংস্থার প্রধান এবং সৌদি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব বলেন, সৌদি আরবের বিখ্যাত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিনিয়োগ চুক্তির ধারাবাহিকতায় আগামী দিনে বাংলাদেশের আরও বড় প্রকল্পে সৌদি বিনিয়োগ আসবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সৌদি আরব সফরের পর দ্রুততার সাথে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরবে। তিনি বাংলাদেশে অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে সৌদি আরবের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন. হিজি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামোর ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। এ বিনিয়োগের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে নতুন প্রকল্পে সৌদি বিনিয়োগ আসবে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি আরব সফরকালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এসব সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের শিল্পখাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদার ও শিল্পখাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে সৌদি আরবের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে। এ প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান জেমকো এবং ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে বিনিয়োগের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্স বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশে সার, সিমেন্ট, সিরামিক, ইলেক্ট্রনিকসহ অন্যান্যখাতে বিনিয়োগ করেছে। এ প্রতিষ্ঠান সৌদি-বাংলাদেশ মৈত্রী সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড নির্মাণে প্রাথমিকভাবে ৩শ' মিলিয়ন এবং জেমকো প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে নতুন শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে শিল্প মন্ত্রণালয় -শিল্পমন্ত্রী

নতুন বছরে গত ০৮ জানুয়ারি শিল্প মন্ত্রণালয়ে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনকে অনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। একই সময়ে বিদায়ী শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় ফুলেল শুভেচ্ছা। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে আয়োজিত সভায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত সভায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, আগামী দিনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ডে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থানের প্রতিফলন ঘটবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বক্তব্য রাখেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম। এ সময় বিগত দশ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় অর্জিত সাফল্য, মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা এবং ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের সাফল্য উপস্থাপনকালে জানানো হয়, গত দশ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাগুলোর পারফরম্যান্স উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এর ফলে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান জোরদার হয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ইশতেহার অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে শিল্পখাতে ২৫ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। দেশীয় শিল্প কারখানায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল বাড়াতে শিল্প মন্ত্রণালয় একটি 'শিল্প বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করবে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিগত দশ বছরে মন্ত্রণালয় সূচিত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি বিদায়ী শিল্পমন্ত্রীর মূল্যবান পরামর্শ কামনা করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শনের আলোকে সবাইকে আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, জনগণের আস্থা ও সমর্থ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিল্প মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। নতুন শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো দ্রুত সমাপ্ত হবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাশা অনুযায়ী আগামী দিনে শিল্পখাতে গুণগত পরিবর্তন আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন ও বিদায়ী শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

কাজের মাধ্যমেই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল্যায়ন করা হবে -শিল্প প্রতিমন্ত্রী

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অভ্যর্থনা

নিজে কাজে বিশ্বাসী এবং কাজের মাধ্যমেই শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল্যায়ন করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা লাভজনক করতে শ্রমিক নেতাদের বেশি করে কাজ করার উদাহরণ স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। তিনি বলেন, উন্নত বিশ্বে শ্রমিক নেতারা বেশি কাজ করে থাকেন। সে বিবেচনায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার সিবিএ নেতাদের কর্মকান্ডেও পরিবর্তন আনতে হবে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী গত ০৮ জানুয়ারি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রথম কর্মদিবসে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠককালে এ কথা বলেন। বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি বিগত দশ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তুলে ধরেন। বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব জানান রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশে শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। শিল্পখাতে আগামী দিনে গুণগত পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সার, চামড়া, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, গ্লাস, ওষুধ, স্টিলসহ বিভিন্ন শিল্পপণ্যের উন্নয়নে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত ওষুধ বিশ্বের ১শ' ৫২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিদ্যমান কলকারখানা বিএমআরই এর পরিবর্তে নতুন কারখানা স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্পখাতের উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের বিরাট অংশ বাস্তবায়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শিল্পায়নের চলমান প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। এর আগে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

"বিটাকে ট্রেনিং নিলে, ট্রেনিং শেষেই চাকরি মিলে"

ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাপরিচালক, বিটাক

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ২০০৯ সাল থেকে হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক "আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন "শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পটি মূলত: সেপা প্রকল্প নামেই সমধিক পরিচিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘরে ঘরে চাকরি প্রদানের নির্দেশনা অনুসারে বিটাক সেপা প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। মহিলাদের গুরুত্বের কথা বলা হলেও শুরু থেকেই প্রকল্পটি পুরুষদের জন্যও সম্প্রসারিত করা হয়। সেপা প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিত, দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া বেকার যুব-মহিলাদেরকে ৯টি ট্রেডে তিন মাস এবং যুবকদেরকে ৩টি ট্রেডে ২মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণের ৯টি ট্রেড হলো: লাইট মেশিনারিজ, ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স, অটোক্যাড, হাউজহোল্ড এ্যাপায়েন্স, ইলেকেট্রনিক্স, রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং, পাস্টিক প্রসেসিং (জেনারেল), পাস্টিক প্রসেসিং (কাস্টমাইজ) এবং কার্পেন্ট্রি। ছেলেদের জন্য তিনিটি ট্রেড হলো: ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স, এবংরিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং। থাকা খাওয়াসহ প্রশিক্ষণের যাবতীয় খরচ সরকারিভাবে প্রকল্প থেকে বহন করা হয়।

বিটাকে মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করার পরই আমি এটুআই (a2i) প্রকল্পের সংগে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করি। সেপা প্রকল্প এবং এটুআই টীমের সদস্যগণ স্বশরীরে হাজির হয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে ট্যালেন্ট হান্টিং পদ্ধতিতে সমাজের স্বল্প শিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া বেকার যুবক ও যুব মহিলা প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করেন। সেপা প্রকল্প সমাজের এসকল সুবিধা বঞ্চিত যুবসমাজকে বিভিন্ন ট্রেডে হাত কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করছে। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এসব প্রশিক্ষণার্থীকে চাকরির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে সেপা প্রকল্প প্রকৃত পক্ষে সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশকে অন্তর্ভুক্ত (inclusive) করে কর্মসংস্থানসহ দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নারী প্রশিক্ষণার্থীগণ সম্পূর্ন নিরাপদ পরিবেশে ঢাকা কেন্দ্রের নারী হোস্টেলে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে এবং যুবকদের প্রশিক্ষণ চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া ও চাদঁপুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। নারী হোস্টেলটি মহিলা আনসার সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত, পুরুষের সেখানে সাধারণত: প্রবেশাধিকার নেই। অর্থাৎ অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশে নারী প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

সেপা প্রকল্পের আওতায় হাতে কলমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শরীরচর্চার জন্য পিটি প্যারেড, মোটিভেশন সেশনে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যেমন গান, আবৃত্তি, বিতর্ক অনুষ্ঠান, অভিনয়, ইনডোর গেম ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। এসব কর্মকাণ্ড প্রশিক্ষণার্থীগণকে মানসিকভাবে সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং সুশৃঙ্খল হতে সহায়তা করে। এসব মোটিভেশন সেশনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমি মহাপরিচালক পদে যোগদান করার পর ইতোমধ্যেই কেবিনেট সেক্রেটারীসহ বারো জন সচিব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নারীদের মোটিভেশন সেশনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

সেপা প্রকল্পের আওতায় মোট পঁচিশ হাজার নারী পুরুষকে প্রশিক্ষিত করার লক্ষমাত্রা ছিল। জুলাই/২০০৯ হতে অক্টোবর, ১৮পর্যন্ত ৯৯৭৮জন মহিলা, ১৩৫৬২ জন পুরুষসহ সর্বমোট ২৩৫৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানকরা হয়েছে। প্রশিক্ষণের সংখ্যার হিসেবে ক্রম পুঞ্জিত অর্জনের হার ৯৪.১৬%। অবশিষ্টদের প্রশিক্ষণ আগামী জুলাই ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। সেপা প্রকল্পের মোট বাজেট হলো প্রায় বাহাত্তর কোটি টাকা। প্রতি বছরের আর্থিক বাস্তবায়ন হার প্রায়শতভাগ যা বাংলাদেশের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঈর্ষণীয়।

বিটাকের সেপা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ মডেল হলো সমাজের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া যুবসমাজকে ট্যালেন্ট হান্ট পদ্ধতিতে বাছাই করা, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে কারিগরি ভাবে দক্ষ করে তোলা, এক্সট্রা কারিকুলাম ও মোটিভেশন সেশনের মাধ্যমে উদ্যমী, সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী করে তোলা, চাকরি মেলার আয়োজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণ শেষে একইদিনে প্রশিক্ষণ সনদ এবং চাকরির নিয়োগপত্র হস্তান্তর করা সেপা প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য। যুব মহিলাদের বিগত তিনটি ব্যাচে যথাক্রমে ৩৩,৩৪ এবং ৩৫তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী ও চাকরির সুযোগের বর্ণনা নিম্নরূপ:

সেপা প্রকল্পো আওতায় বিগত তিনটি ব্যাচের নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ও চাকুরি প্রদানের চিত্র

ব্যাচনং	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চাকরির সুযোগ	জব ফেয়ারের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক ভাবে চাকরির নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছে
৩৩	৩০১	২৮০	১৯৬
৩৪	২৯৯	৩৬০	১৮২
৩৫	২৮০	৩৫০	১৮৫

সেপা প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সব কেন্দ্র মিলে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ও চাকরি প্রদানের চিত্র

কেন্দ্র ও ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চাকরির সুযোগ	জব ফেয়ারের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক ভাবে চাকরির নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছে
মোট ৪টি কেন্দ্রে ৬টি করে ব্যাচ	২১৬০	৩২০০	১৯৭৬

উপরের চিত্র থেকে এটি পরিষ্কার যে বিটাকের প্রশিক্ষণার্থীর চেয়ে চাকরির সুযোগ বেশি থাকলেও তাৎক্ষণিক ভাবে সব মেয়েই চাকরিতে যেতে চায়না। তবে ছেলেদের বেলায় এসংখ্যা অনেক

বেশি। অনেক প্রশিক্ষণার্থী উদ্যোক্তা হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। আবার অনেকেই বিদেশে চলে গেছে। বিটাকের সেপা প্রকল্পের ৯টি ট্রেডের মধ্যে একটি হলো কার্পেন্ট্রি। এ ট্রেড থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বহু নারী কুটির/হস্তশিল্প জাতীয় পণ্য উৎপাদন করে সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসা করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন সফল উদ্যোক্তা।

বিটাক কর্তৃক বাস্তবায়িত Self-Employment and Poverty Alleviation (SEPA) বা সেপা প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে সম্পূর্ণ বিনা খরচে কারিগরি প্রশিক্ষণ চলছে

"বিটাকে ট্রেনিং নিলে, ট্রেনিং শেষেই চাকরি মিলে"

ট্যালেন্ট হান্ট পদ্ধতিতে সেপা প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থী বাছাই

বিটাকে হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রশিক্ষণ শেষে, চাকরি মেলা ও নিয়োগপত্র হস্তান্তর

দেশের স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব-মহিলাদেরকে ঘরে বসে না থেকে বিটাকের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া ও চাঁদপুর কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে শিল্প কারখানায় চাকরির সুযোগ গ্রহণের জন্য আহবান জানানো যাচ্ছে। বিটাকের ওয়েবসাইট থেকে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।
Website-www.bitac.gov.bd

পরিশেষে এ কথা নি:সংকোচে বলা যায় যে, বিটাকের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। "বিটাকে ট্রেনিং নিলে, ট্রেনিং শেষেই চাকরি মিলে" এটি এখন আর শুধু স্লোগান নয়, বাস্তবতা। বিটাক, কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করছে, চাকরির সুযোগ করে দিচ্ছে, স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করছে, বিশেষ করে নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিটাকের এসকল উদ্যোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত দিনবদলের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব অবদান রাখছে। অতএব, দেশের যুবসমাজকে ঘরে বসে না থেকে বিটাকের প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহনের জন্য উদাত্ত আহবান জানানো যাচ্ছে।

আমাদের কথা

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের নতুন প্রত্যয় নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরু নতুন বছরে। বিগত দশবছরে আমাদের অর্জন অনেক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার তুলনাহীন নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিল্পখাতও ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর এসডিজি অর্জনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে দেশ। শিল্পখাতে দূরদর্শী ও উদ্যোক্তাবান্ধব নীতির ফলে এসডিজি লক্ষ্য অর্জন গতি পেয়েছে। দেশে পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদার হয়েছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের চামড়া শিল্প এগিয়ে চলেছে। আমাদের তৈরী ওষুধ ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৫১টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ওষুধ শিল্পকে সহায়তা দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এপিআই শিল্প পার্ক উদ্বোধন করেছেন। আমাদের সাইকেল শিল্পও উদীয়মান শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্বের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অগ্রগামী পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। তৃণমূল পর্যায়ে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প এবং প্রায় সাড়ে ৮ লাখ কুটির শিল্প রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৮ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পাশাপাশি দেশে ইতোমধ্যে প্রায় ১০ লাখ এসএমই উদ্যোক্তা গড়ে ওঠেছে। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাস্টিক, কেমিক্যাল ও মুদ্রণ শিল্পের জন্য আলাদা শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ চলছে। জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের অভিযাত্রা জোরদার করতে মেধাসম্পদ সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন যেমন- ট্রেডমার্কস আইন, কপিরাইট আইন, পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন ইত্যাদি আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। শিল্পখাতের গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় গুনগত মান (পণ্য) ও সেবা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল ও শিল্পসমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে বঙ্গবন্ধু নীতি ও আদর্শের পথ ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অগ্রযাত্রার নিরন্তর প্রচেষ্টার খানিক প্রতিফলনের প্রয়াস ষান্মাসিক শিল্পবার্তার ১৪তম এ সংখ্যা। ত্রুটি বিচ্যুতির দায় আমাদের, এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ দাবিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব

লুৎফুন নাহার বেগম
অতিরিক্ত সচিব

প্রতুল কুমার সাহা
উপসচিব

মোঃ আবদুল জলিল
উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইলঃ shilpabarta.moind@gmail.com, web:www.moind.gov.bd